সংবাদ

তারিখ 29 NOV 2017 পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বদলগাছীতে শিক্ষক নিয়োগে দ্বন্দ্ব

পরীক্ষা স্থগিত না করায় মাউশি প্রতিনিধি, শিক্ষাকর্তা লাঞ্ছিত

ইউএনও কার্যালয় তছনছ

প্রতিনিধি বদলগাছী (নওগাঁ)

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলা সদরের লাবণ্যপ্রভা পাইলট ও কমিউনিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নিতে আসা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মহাপরিচালকের প্রতিনিধি ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসময় ইউএনও কক্ষের আসবাবপত্র তছনছ করা হয়েছে। থানা পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে সেখান থেকে তাদের দুজনকে পরীক্ষার ভেন্যু লাবণ্যপ্রভা পাইলট ও কমিউনিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। গত সোমবার বেলা ১১টায় বদলগাছী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। পরে দুপুর ১টায় পুলিশ পাহারায় সেখানে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও লাবণ্যপ্রভা পাইলট ও কমিউনিটি উচ্চ বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, লাবণ্যপ্রভা পাইলট ও কমিউনিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধানশিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ঐ পদে মোট ১১ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এসব প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার কথা প্রবেশপত্র দিয়ে আগেই জানানো হয়। গত সোমবার সকাল ১০টায় লাবণ্যপ্রভা পাইলট ও কমিউনিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে ডিজির প্রতিনিধি নওগাঁর কেডি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নাসরিন বানু বদলগাছীতে আসেন। তিনি পরীক্ষার আগে ইউএনওর সঙ্গে দেখা করতে ইউএনওর কার্যালয়ে যান। সেখানে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়াসিউর রহমান আসেন। কিছু পরেই সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে আবেদনকারী একই বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক দেওয়ান আবু হুরাইরা ও নাজমুল হক স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও যুবমহিলা লীগের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। তারা ডিজির প্রতিনিধি ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়ে নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত চান। এতে রাজি না হওয়ায় তাদের দুজনকে অশ্লীল ভাষায় গালিগলাজ করেন তারা। একপর্যায়ে তারা ইউএনও কক্ষের আসবাবপত্র তছনছ করে। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সেখান থেকে তাদের দুজনকে পরীক্ষার ভেন্যুতে নিয়ে যায়। পরে দুপুর ১টায় পুলিশ পাহারায় লাবণ্যপ্রভা পাইলট ও কমিউনিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পরীক্ষায় পাঁচজন প্রার্থী অংশ করেন। দুপুর আড়াইটায় পরীক্ষার ভেন্যু লাবণ্যপ্রভা ও কমিউনিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, পুলিশ পাহারায় সেখানে নিয়োগ পরীক্ষা চলছিল। প্রধানশিক্ষকের কক্ষে ঢুকে দেখা যায়, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সাবেক সাংসদ ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী, থানার অফিসার ইনচার্জ জালাল উদ্দীন ডিজির প্রতিনিধি নাসরিন বানু, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়াসিউর রহমান, ভান্ডারপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফিরোজ হোসেন ও প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন বসে আছেন। প্রধানশিক্ষক রুহুল আমিন বলেন, সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে ১১ জন প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। তাদের সবাইকে নিয়োগ পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেয়া হয়েছে। আজকের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে ডিজির প্রতিনিধি ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইউএনওর কার্যালয়ে যান। তখন দুই প্রার্থী আবু হুড়াইরা ও নাজমুল হক দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে তাদের দুজনকে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ না নিতে চাপ দেন।

ডিজির প্রতিনিধি নাসরিন বানু বলেন, তারা আমাকে নিয়োগ পরীক্ষা না নিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। তারা এরকম আচরণ করবেন তা কখনো ভাবিনি। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ড. আকরাম হোসেন চৌধুরী বলেন, আমার বিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক আবু হুড়াইরা ও নাজমুল হক প্রার্থী। তারা আজকের নিয়োগ পরীক্ষা ভন্ডুলের জন্য উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর ই আজম, জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা ফেন্সিকে সহ দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ইউএনওর কার্যালয়ে যান। সেখানে থাকা ডিজির প্রতিনিধি ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন।

প্রার্থী নাজমুল হক বলেন, আমরা ছয়জন প্রার্থী নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে ডিজির প্রতিনিধির কাছে লিখিত অভিযোগ দিতে গিয়েছিলাম। আমরা কেউ ইউএনও কার্যালয়ে তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করিনি। উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর ই আজম অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি আকরাম হোসেন চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলম নামে একজনকে নিয়োগ দিতে তার কাছে পনেরো লাখ টাকা নিয়েছেন। ছয় জন প্রার্থী ডিজির প্রতিনিধিকে পরীক্ষা স্থগিত করতে আবেদন দেন। আকরাম হোসেন চৌধুরী তার গুণ্ডাবাহিনী দিয়ে ইউএনও কার্যালয়ে ওই ছয় প্রার্থীকে পিটিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকরাম হোসেন চৌধুরী বলেন, এটি পাগলের প্রলাপ। ইউএনও কার্যালয়ে কে কি করছে তা লোকজন দেখেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় নেতা-কর্মীদের গুণ্ডামি বরদাশ করবেন না বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। বদলগাছী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জালাল উদ্দীন বলেন, শিক্ষক নিয়ে দ্বন্দ্বে জের ধরে ইউএনও কার্যালয়ে হট্টগোল হচ্ছে সেটি জানার পর সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এ ঘটনায় থানায় কেউ অভিযোগ করেনি।

বদলগাছী (নওগাঁ) : পুলিশি পাহারায় সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা -সংবাদ